৭।

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 08 APR 1996
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

শিক্ষা সচিবের স্বাক্ষর জাল ॥ দুই প্রধান শিক্ষক হাজতে

রেজাউর রহমান ॥ শিক্ষা সচিবের সই জাল করিয়া ১৪২ জন ছাত্র-ছাত্রীকে অবৈধ পন্থায় রেজিষ্ট্রেশন প্রদান করায় দুইজন প্রধান শিক্ষক এখন হাজত বাস করিতেছেন। গতকাল হইতে শুরু ঢাকা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষায় উল্লেখিত ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণ করার কথা।

ঢাকা বোর্ড সূত্রে জানা যায়,

(৪র্থ পৃ: দ্র:)

স্বাক্ষর জাল

(৩য় পৃ: পর)

অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষকদ্বয় হইলেন আনোয়ার হোসেন (উত্তরা মডেল হাইস্কুল এণ্ড কলেজ) এবং আবু বকর সিদ্দিক (টঙ্গী কাদেরিয়া টেক্সটাইল মিলস আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়)। জানুয়ারী মাসে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার সময় উত্তরা মডেল স্কুল এণ্ড কলেজ এবং কাদেরিয়া টেক্সটাইল মিলস আদর্শ বিদ্যালয়ের দুইজন ছাত্রের ব্যাপারে ঢাকা বোর্ড কর্তৃপক্ষ সন্দেহ পোষণ করে। কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক তদন্ত করিয়া দেখিতে পান বিলম্ব ফি-সহ উক্ত ছাত্রদ্বয়ের রেজিষ্ট্রেশন সম্পন্ন করার জন্য স্বয়ং শিল্প সচিব সুপারিশ করিয়াছেন। এক পর্যায়ে বোর্ড কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত হয় যে, শিক্ষা সচিব সই করেন নাই। সই জাল করা হইয়াছে। ইহার পর উপরোক্ত দুই স্কুলের অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীর ব্যাপারে খোঁজ নিতে গিয়া দেখা যায়, উত্তরা মডেল স্কুলের ১১৮ জন এবং কাদেরীয়া টেক্সটাইল মিলস আদর্শ বিদ্যালয়ের ২৪ জন ছাত্র-ছাত্রীর রেজিষ্ট্রেশন অবৈধ পন্থায় সম্পন্ন করা হইয়াছে। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী নয় এমন অনেকের নামে রেজিষ্ট্রেশন দেওয়া হইয়াছে। ২৭শে মার্চ বোর্ড কর্তৃপক্ষ জনাব আনোয়ার হোসেন ও আবু বকর সিদ্দিককে বোর্ডে তলব করিয়া জিজ্ঞাসাবাদের পর লালবাগ থানায় প্রেরণ করেন। লালবাগ থানা তাহাদের জেল হাজতে প্রেরণ করে।

ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ময়েজ উদ্দিন আহমদ বলেন, অভিযুক্তরা নিজেদের বার বার দোষী নয় বলিয়া প্রমাণের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন। এক পর্যায়ে তাহারা 'তৃতীয় পক্ষের' ইঙ্গিত দিয়া বলিয়াছেন আমরা আর কিছু জানি না। প্রফেসর ময়েজ উদ্দিন আহমেদ বলেন, এই ব্যাপারে আরও তদন্ত করা হইবে।